সংবাদ

তারিখ 28 JUN 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের অর্থ খরচ হয় কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে

❑ ৫ বছরে ৫৪৩ জন গেছেন সফরে ❑ গাড়ি ব্যবহার হয় পারিবারিক কাজে

রাজিব উদ্দিন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণের টাকায় পরিচালিত টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (টিকিউআই-সেপ) প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশ ভ্রমণের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের নামে ২০০৫ সাল থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর প্রায় সাড়ে ৩০০ কর্মকর্তা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। ২০১১ সালের মধ্যে মোট ৫৪৩ জন কর্মকর্তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ ও ভ্রমণ করবেন। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের নামে প্রশিক্ষকদের বিদেশ ভ্রমণের হিড়িক পড়লেও মাঠপর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এর কোন সুফল পাচ্ছেন না। এছাড়া এই প্রকল্পের ৩৪টি গাড়ির অধিকাংশই ব্যবহৃত হচ্ছে প্রভাবশালীদের পারিবারিক কাজে। মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

প্রশিক্ষকদের টাকায় ভ্রমণ বিলাসিতা প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তথ্য মতে, এই প্রকল্পের অধীনে বর্তমানে নিউজিল্যান্ডে দু'বছরের প্রশিক্ষণে আছেন ১৪ কর্মকর্তা, অস্ট্রেলিয়ায় ১ বছরের প্রশিক্ষণে ৫ জন, মালয়েশিয়ায় ১ বছরের প্রশিক্ষণে ১২ কর্মকর্তা এবং ফিলিপাইনে ১ বছরের প্রশিক্ষণে ১২ কর্মকর্তা। আগামী মাসে নিউজিল্যান্ড ও কানাডায় ১ মাসের প্রশিক্ষণে যাচ্ছেন আরও ২০ কর্মকর্তা।

বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে টিকিউআই প্রকল্পের পরিচালক নজরুল ইসলাম সংবাদ'কে বলেন, 'প্রকল্পের পিপি (প্রজেক্ট প্রোফাইল) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডিসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার ৫৪৩ জন সরকারি কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। এর মধ্যে প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ জন বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে প্রায় সাড়ে ৩০০ কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ ও বিদেশ ভ্রমণ শেষ হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন অনিয়ম হয়নি বলেও তিনি দাবি করেন। প্রকল্পের কর্মকর্তারা বিদেশ ভ্রমণকে প্রশিক্ষণ বললেও আগামী মাসে যারা

বিদেশ : পৃষ্ঠা : ২ ক :

বিদেশ : ভ্রমণে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিদেশ যাচ্ছেন তাদের দু'জন বলেছেন, 'আমরা যাচ্ছি মূলত ১৫ দিনের ভ্রমণে। ভ্রমণের খাওয়া-থাওয়াসহ সব ধরনের খরচ বহন করবে টিকিউআই প্রকল্প।

মাউশি'র এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদ'কে বলেছেন, 'সাড়ে ৬শ' টাকার প্রকল্পের বেশিরভাগ টাকা ব্যয় হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিদেশ ভ্রমণের বিলাসিতায়। সংশ্লিষ্ট সপ্তরে যারা প্রভাবশালী তারাই কেবল বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পাচ্ছেন। যারা বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য যাচ্ছেন তাদের অধিকাংশই মাঠপর্যায়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। এছাড়া যারা দীর্ঘ মেয়াদে বিদেশে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, তারা দেশে ফেরার আগেই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টদের তথ্য মতে, টিকিউআই প্রকল্পটি চালু হয় ২০০৫ সালের এপ্রিলে এবং চলবে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের প্রায় ১৮ হাজার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের প্রায় ২ লাখ শিক্ষককে আধুনিক ও একীভূত শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া। ইতোমধ্যে প্রায় পৌনে ২ লাখ শিক্ষককে ১৪ দিন করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মাঠপর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাউশি'র কোন তদারকি না থাকায় পুরো প্রকল্পটি এখন ভোগ বিলাসিতা, লুটপাট ও বিদেশ ভ্রমণের প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সরকারের ঘাড়ে চাপছে ৩৬ বছরে সুদে-আসলে পরিশোধ্য এই ঋণের বোঝা।

মাউশি'র কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাউশি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার কোন তদারকি বা মনিটরিং না থাকলেও প্রকল্প পরিচালক এবং অন্য কর্মকর্তারা নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা টিকিউআই প্রকল্পকে ইতিবাচক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

প্রকল্পের গাড়ি নিয়ে বিলাসিতা : মাউশি'র সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তারা জানান, মাঠপর্যায়ে বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য প্রকল্পের টাকায় ৩০ থেকে ৩৬ লাখ টাকা দামের ৩৪টি গাড়ি কেনা হয়েছিল। এর ৯টি গাড়ি দেয়া হয়েছিল মাউশি'র ৯ জন আঞ্চলিক উপ-পরিচালককে (ডিডি), ২টি রাখা হয় প্রকল্পের অধীনে এবং বাকি গাড়িগুলো দেয়া হয়েছিল মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, নিবন্ধন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তাদের।

ডিডি'র গাড়ি প্রভাবশালীদের কব্জায় : সংশ্লিষ্টদের তথ্য মতে, মাঠপর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৯ জন ডিডি'কে যে গাড়িগুলো দেয়া হয়েছিল, সেগুলোর ৫টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাউশি'র প্রভাবশালী কর্মকর্তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে ব্যবহার করছেন। বর্তমানে মাউশি'র কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনা অঞ্চলের ডিডি টিকিউআই প্রকল্পের গাড়ি ব্যবহার করছেন। ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও রংপুর অঞ্চলে ডিডি'র গাড়ি প্রভাবশালীরা ব্যবহার করছেন। এর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দু'জন প্রভাবশালী কর্মকর্তা ব্যবহার করছেন ২টি, মাউশি'র এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে আছে ১টি, মাউশি'র একজন পরিচালক ব্যবহার করছেন ১টি, মাউশি'র একজন সহকারী পরিচালক ব্যবহার করছেন ১টি গাড়ি।'

মাউশি'র কর্মকর্তারা জানান, কয়েকজন উপ-পরিচালক একাধিকবার টিকিউআই প্রকল্পের গাড়িগুলো ফেরত চেয়েও পাননি। গাড়ি চাওয়ায় তাদের উল্টো শাস্তিমূলক বদলির হুমকি দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন। প্রকল্পের গাড়ি ফেরত নেয়ায় সংশ্লিষ্টরা মাঠপর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করতে পারছে না বলেও তারা জানান।

মাউশি'র রাজশাহী অঞ্চলের ডিডি তরুণ কুমার সরকার টেলিফোনে সংবাদ'কে বলেছেন, 'মাঠপর্যায়ে বিদ্যালয়ে টিকিউআই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য প্রকল্প থেকে প্রায় ৩০ লাখ টাকা মূল্যের একটি গাড়ি দেয়া হয়েছিল। পরে ঢাকা-অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে গাড়িটি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। এতে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনে সমস্যা হচ্ছে।'

প্রকল্পের গাড়ি অন্য কাজে ব্যবহার হওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে নজরুল ইসলাম সংবাদ'কে বলেন, 'আমরা প্রকল্পের টাকায় ৩৪টি গাড়ি কিনেছি। এর মধ্যে ২টি আমরা নিজেরা ব্যবহার করছি।